কালের কণ্ঠ

05 OCT 2013

শিক্ষা খাতে সাফল্য

বিপ্লব ঘটেছে শৃঙ্খলায়

আজিজুল পারভেজ ▶

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গত কয়েক বছরে এসেছে নজিরবিহীন পরিবর্তন ও সাফল্য। সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় এসেছে শৃঙ্খলা। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে অর্জিত এই পরিবর্তনকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বৈপ্লবিক সাফল্য হিসেবেই দেখছেন। তাঁদের মতে, ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের ঝুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্যই সবচেয়ে উজ্জ্বল।

'সরকারে থাকি আর না থাকি, আগামী ১ জানুয়ারিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই উৎসব হবে। নতুন বইয়ের আনন্দে শিক্ষার্থীরা শুরু করবে নতুন শিক্ষাবর্ষ।' শিক্ষাক্ষেত্রে আনা পরিবর্তনের সাফল্যকে এভাবেই তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'প্রথমবার যখন বিনা মূল্যে বই দেওয়ার কথা বলি, তখন অনেকেই আমাকে পাগল বলেছিল। কিন্তু এখন এটি কেবল বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। বিশ্বের কোথাও এত বিপুলসংখ্যক বই বিনা মূল্যে দেওয়ার নজির নেই।' সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়েছে জানিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মো. আফসারুল আমিন জানান, বিদ্যালয় ছিল না এমন সব গ্রামেও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ফলে শিগগিরই দেশে বিদ্যালয়বিহীন কোনো গ্রাম থাকবে না। প্রথমবারের মতো ২০০৯ সালে ছয় কোটি ৪৭ লাখ চার

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

- শিক্ষাব্যবস্থার সময়সূচিতে আগে ছিল বিশৃঙ্খলা। এখন তৈরি হয়েছে ক্যালেন্ডার
- প্রথমবারের মতো সবার মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে

বিপ্লব ঘটেছে শৃঙ্খলায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার ৭৬১টি বই বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। জানা গেছে, আগামী ১ জানুয়ারি বিতরণ করা হবে ২৯ কোটি ৯৬ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৮টি বই। শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই ১ জানুয়ারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসায় শুরু হচ্ছে নতুন ক্লাস।

শিক্ষাব্যবস্থার সময়সূচিতে আগে ছিল বিশৃঙ্খলা। এখন তৈরি হয়েছে শিক্ষা ক্যালেন্ডার। নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে সব। বলেজের ক্লাস শুরু হচ্ছে ১ জুলাই। পাবলিক পরীক্ষাগুলোও অনুষ্ঠিত হচ্ছে নির্দিষ্ট তারিখ মেনে। বর্তমান সরকারের আমলে চালু হওয়া অষ্টম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষা জেএসসি/জেডিসি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ নভেম্বর। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি এবং ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। একইভাবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে ফল। তথ্যপ্রযুক্তির সুবাদে শিক্ষার্থীরা ফলও ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো সবার মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে। শিক্ষানীতির আলোকে প্রণয়ন করা হচ্ছে শিক্ষা আইন। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণয়ন করা হয়েছে নীতিমালা।

জাতীয় টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ সূত্র জানায়, ১৭ বছর পর পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী করে সংস্কার এবং নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করে অনলাইনে দেওয়া হয়েছে। সাড়ে ২৩ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় প্রথমবারের মতো মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া উপকরণ বিতরণ শুরু হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে নতুন বিষয় হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফলে ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে।

একইভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তির আওতা বেড়েছে জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা তহবিল গঠন করে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রীদেরও উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। এ বছর প্রথমবারের মতো স্নাতক পর্যায়ে এক লাখ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায়ও দেওয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারি পলিটেকনিকে চালু করা হয়েছে ডাবল শিফট ক্লাস। ১০০টি উপজেলায় কারিগরি স্কুল, ২১টি জেলা ও তিনটি বিভাগীয় শহরে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রোফেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে ১০০টি মাদ্রাসায়।

মাদ্রাসা শিক্ষাকেও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সমতা বিধান করা হয়েছে। সনদেও এসেছে সমতা। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমান করা হয়েছে। মাদ্রাসায়ও প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণি (ইবতেদায়ি থেকে দাখিল) পর্যায়ের সব ছাত্রছাত্রীকে বিনা মূল্যের বই দেওয়া হচ্ছে। ৩১টি মাদ্রাসায় চালু করা হয়েছে অনার্স কোর্স। স্থাপন করা হয়েছে ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা। এক হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মাদ্রাসার উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে তদারকির জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় সংসদে এই আইন পাস হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফসারুল আমিন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে জানিয়ে বলেন, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করার জন্য লটারির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে বাড়ছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি। কমছে ঝরে পড়ার হার। ২০০৮ সালে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ছিল যেখানে ছিল ৪৮.১৫ শতাংশ, বর্তমানে তা ১৪.৭৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ৯৯ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে বলেও দাবি করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য চালু করা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের নির্বাচিত বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার প্রদান শুরু হয়েছে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগ উপবৃত্তির আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৭৮ লাখ ছাত্রছাত্রীকে এখন উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

স্বাধীন দেশে প্রথমবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেছিলেন। চল্লিশ বছর পর আবার বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার আমলে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়েছে। দেশে এখন আর কোনো বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না, এমন প্রায় দেড় হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। এগুলো হয়ে গেলে দেশে আর কোনো বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম থাকবে না বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে, যার পক্ষে মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ। এ পদ্ধতি সারা দেশের শিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ। গাইড বই প্রকাশ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিক, মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ফ্রেডার সমতা অর্জিত হয়েছে। নারীশিক্ষায় অভূতপূর্ব এ অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীতে মডেল রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিবও বাংলাদেশের এই সাফল্যের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা আনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। মেলায় মেলায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। নতুন ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধেও এসেছে সাফল্য। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শুরু থেকেই এ ব্যাপারে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর স্বীকৃতিও দিয়েছে। গত ১ অক্টোবর টিআইবি যে বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন 'শিক্ষা' প্রকাশ করে, তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে দেশে ২৪ শতাংশ দুর্নীতি কমেছে বলে উল্লেখ করেছে।

শিক্ষা খাত থেকে দুর্নীতি কমানো প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শুরুতেই আমরা দুটি লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম। দুর্নীতি ঠেকানো ও এভাবে অর্থ বাঁচিয়ে তা উপযুক্ত কাজে লাগানো। দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল করা গেছে আমি বলব না। সার্বিকভাবে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা গেলেই শিক্ষা খাতে দুর্নীতি নির্মূল করা যাবে।'